দৈনিক বাংলা

তারিখ ...15 MAY 1997
পৃষ্ঠা: ১ কলাম ৫

ইসলামী ভার্সিটি বন্ধ ঘোষণা ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ ঃ ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ১৪ মে।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আজ বৃহস্পতিবার থেকে আগামী ১ জুন পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের বুধবার দুপুর ১২টার মধ্যে হল ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গতকাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ধর্মঘট পালন করেছে। গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদ্দাম হোসেন হলে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কতিপয় সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্র-দলের লিটন ও আমিন নামে দু'জন কর্মী গুরুতর আহত হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়। জানাগেছে, ঐদিন দুপুরে লিটন (আইন ২য় বর্ষ) আমিন (আল-কোরআন এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ ২য় বর্ষ) সাদ্দাম হোসেন হলের ১০২ নম্বর কক্ষে ঘুমিয়ে ছিল। তখন শিবিরের কতিপয় সন্ত্রাসী পূর্ব শত্রুতার জের হিসাবে আমিন ও লিটনের শরীরে উপর্যুপরি কুড়াল, হাতুড়ি ও হকিষ্টিক দিয়ে আঘাত করে মারাত্মকভাবে আহত করে পালিয়ে যায়। ঘটনায় ছাত্রদল শিবিরের উক্ত সন্ত্রাসীদের বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিষ্কার ও উপযুক্ত শাস্তির দাবীতে গতকাল বুধবার ক্যাম্পাসে ধর্মঘট পালন করে। ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। কোন ক্লাশে পরীক্ষা হয়নি। ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। শিবির ছাত্রদের আবাসিক দুটি হলে অবস্থান নিয়েছিল। অপরদিকে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (শা–পা) অনুষদ ভবন এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেছিল। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ পৃথক পৃথকভাবে গতকাল

(৫–এর পৃঃ দ্রঃ)

ইসলামী ভার্সিটি বন্ধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মিছিল সমাবেশ করে। এ সময় ক্যাম্পাসে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল। ছাত্রীর চেয়ে ক্যাম্পাসে পুলিশের সংখ্যা ছিল বেশী। এরপর দুপুর ১২টায় কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা হল ত্যাগে বাধ্য হয়। এদিকে, শিবির কর্তৃক দু'জন ছাত্রদল কর্মী আহত হওয়ার ঘটনা তদন্তের জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক হচ্ছেন, অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সিরাজুল হক। এই কমিটিকে বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

বুধবার হল ত্যাগের পর সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে নিজ নিজ বাড়িতে গেলেও বিবদমান ছাত্র-সংগঠন ছাত্র শিবির, ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকায় তাদের চিহ্নিত ঘাঁটিগুলোতে এখনও অবস্থান করছে। ফলে পুনরায় সংঘর্ষ বাঁধার আশংকা রয়েছে বলে জানা গেছে।